যুগান্তর

তারিখ ... ৩০ ... 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪ ...

বার সেপ্টেম্বর ঢাবি খুলছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

দীর্ঘ ৫০ দিনের অচলাবস্থার পর আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা সিন্ডিকেটের এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর চারদিন আগে ৮ সেপ্টেম্বর হলগুলো খুলে দেয়া হবে। গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বর হামলার ঘটনায় ২৪ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচল হয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তীব্র ছাত্র আন্দোলনের মুখে ২৭ জুলাই রাতে তৎকালীন উপাচার্য নির্বাহী ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেন। গতকাল ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিন্ডিকেট সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতির স্বার্থে পুলিশের দায়ের করা

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ১

ঢাবি : ১২ সেপ্টেম্বর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মামলাগুলো অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য উপাচার্যকে অনুরোধ করেন। সভা সূত্র জানায়, সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার প্রক্রিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এ ধরনের ঘটনা থেকেও বিরত থাকার জন্য উপাচার্যকে হুঁশিয়ার করে দেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হল খোলার আগে সব হল কর্তৃপক্ষ বৈধ ছাত্রদের তালিকা তৈরি করবেন। যার এক প্রতিলিপি উপাচার্যের কাছে পাঠানো হবে। খোলার দিন তালিকা অনুযায়ী পরিচয় পত্র দেখে ছাত্রছাত্রীদের হলে তুলে দেয়া হবে। হলে ওঠা বা দখল নিয়ে যাতে কোন্ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সে জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একজন সিনিয়র হাউজ টিউটরের নেতৃত্বে হাউজ টিউটররা সার্বক্ষণিক হলে অবস্থান করবেন। হল খোলার আগে প্রয়োজনীয় ধোয়ামোছা বা সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ জন্য আগামী সোমবার উপাচার্য হল প্রভোস্টদের সঙ্গে বসে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেবেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সিন্ডিকেট অনুরোধ জানিয়েছেন। সভায় উপস্থিত সদস্যরা হলেন– সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক আসাদুজ্জামান, কাজী শহীদুল্লাহ, বিচারপতি কেএম সোবহান, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, অধ্যাপক এবিএম মাহমুদ, শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া ও ড. হাসানুজ্জামান।